হইতে উত্থিত নয়। একান্তি শব্দের অর্থ ভক্তিনিষ্ঠা। সেই ভক্তিনিষ্ঠা রুচি দ্বারাই হউক অথবা শাস্ত্রবিধি আচারের দ্বারাই হউক, উদয় হইয়া থাকে। অতএব রুচি অতি বিরল, অর্থাৎ দুর্লভ বলিয়া যদি শাস্ত্রবিধির আদর না থাকে, তাহা হইলেও যে একান্তিত্ব, সেটি একান্তি বলিয়া ভক্তিমানীর গর্ব্ব বা কাপট্য মাত্র। অতএব শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি বচনের দ্বারা সেই রুচিহীনজনকে লক্ষ্য করিয়াই একান্তিত্বের নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু রুচি থাকা সত্ত্বেও একান্তিত্বের যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু পূতনা লোকবালঘ্নী ইত্যাদি শ্লোকে রুচিমানজনের ভজনের প্রশংসাই করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উল্লেখ আছে—"স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ন চ বেদোদিতং মহৎ। বিনৈব ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতা ইতি।" ভগবৎভজনে যাহারা রুচিহীন, তাহারা শাস্ত্রবিধির অধীন না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে যদি মহৎ কর্ম্মও অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পাষণ্ডী বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এই ভাগবত ধর্ম্মমার্গে যাহারা শাস্ত্রকে আদর করে না, তাহাদেরই নিন্দা; কিন্তু যে জন শাস্ত্রজ্ঞানহীন, তাহাদের নিন্দা করেন নাই। যেহেতু ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীল কবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি জ্ঞানহীন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিধিক্রম লঙ্ঘন করিয়াও ভজন করে, তথাপি তাহার স্খলন বা পতন নাই। গৌতমীয় তন্ত্রে কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে—"ন জপো নার্চ্চনা নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সন্ততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥" যাঁহারা সর্ব্বদা কেবল শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমল চিন্তা করেন, তাঁহাদের জপ, অর্চ্চন, ধ্যান এবং বিধিক্রমের কোন অপেক্ষা নাই। যদ্যপি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে রাগাত্মিকা ভক্তি করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আদর বিশেষ থাকিলেই রাগানুগা ভক্তি আদৃতা হয়েন। তথাপি যাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার রুচির উদয় হয় নাই অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন অন্যত্র অনভিরুচিত্ব জন্মায় নাই, তাঁহার পক্ষে রাগানুগা ও বৈধীভক্তির সহিত মিলিত করিয়াই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আবার যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহার আচরণ অন্যে অনুকরণ করে, এমত অধিকারী যদি পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার রুচিসম্পন্নও হয়েন, তথাপি লোক-সংগ্রহের জন্য বৈধীসংবলিত করিয়াই তাঁহার রাগানুগার অনুষ্ঠান করা উচিত। এই দুই অধিকারীতে যদ্যপি রাগানুগা ও বৈধীর মিশ্রণ আছে, তথাপি যথাসম্ভব রাগানুগার সহিত মিল রাখিয়াই বৈধী অনুষ্ঠান করা উচিত। কেহ কেহ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রজপের সময় সপ্তাবরণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া থাকেন। একই সময়ে যে স্থানে শ্রীরাধা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণ আছেন, সেই স্থানে শ্রীনন্দবাবা, শ্রীবলদেব প্রভৃতি গুরুবর্গের স্থিতি কিরূপে হইতে পারে?